দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 AUG 1996
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম - ৩

52

বোর্ডের বই নিয়ে বিতর্ক

৬ষ্ঠ শ্রেণী ও নবম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে ঝামেলা এখনও কাটেনি। বাজারে বই এলেও বিতর্ক আছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মধ্যে। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষ বই ছাপাতে পারেনি। ধীর গতিতে বই ছাপা-বার ফলে বাজারে বই আসতে দেরী হয়েছে। বাজারে বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে এবং বইয়ের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে অবৈধভাবে। সারাদেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

এই অভিযোগের একটি জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। তারা দেশে রাজ-নৈতিক অস্থিরতা এবং অসহযোগের কথা উল্লেখ করে তাদের অনিচ্ছাকৃত অপা-রগতার কথা জানিয়েছে এবং তাদের যুক্তি অনেক সময়ই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

কিছু ঘটনার শেষ এখনও নয়। এর একটি ভিন্ন দিক আছে। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানিয়েছে যে তারা সময়মত বইয়ের পজিটিভ প্রকাশকদের কাছে দিয়েছে এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে নির্ধারিত সময়ে বই প্রকাশ করবেই। এখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসহযোগের যে যুক্তি দেয়া হচ্ছে তা বাস্তব ঘটনার পটভূমিতে আদৌ ধোপে টিকে না।

কারণ, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ হচ্ছে, তারা বইয়ের পজিটিভ নিয়ে একটি ভিন্ন ব্যবসা করেছে। তারা পাঠ্যপুস্তক না ছাপিয়ে ঐ বইয়ের অর্থ-পুস্তক ছাপিয়েছে অবৈধভাবে। বাজারে মূল বই না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা ঐ অর্থবই কিনেছে নির্বিচারে। এতে প্রকাশক ও বিক্রেতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। বাজারে সন্ধান নিলে দেখা যাবে, অসহ-যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার নামে পাঠ্যপুস্তক ছাপান না হলেও ঐ সময় অর্থপুস্তক বাজারে বের হয়েছে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যাদের কাছে বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের পজিটিভ আছে তাদের অর্থপুস্তক ছাপান সম্ভব অর্থাৎ ব্যবসায়িক স্বার্থেই মূল পুস্তক ছাপাতে বিলম্ব হয়েছে। বিব্রত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বোর্ড এবং বিপদগ্রস্ত হয়েছে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য-পুস্তক বোর্ড বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক ছাপাবার দায়িত্ব উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে বেশ কিছু দিন ধরে। আমাদের মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত বহাল

জনমত

রাখা বা পরিবর্তন করতে হলে পূর্বাপর সকল পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে বোর্ডের দেয়া পজিটিভ নিয়ে ব্যবসা করার এ সাহস, ঐ মহল কোথায় পেল। কাদের মদদে এ কাজ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় বা কি। কারণ, এক হাতে তালি বাজে না।

আমীর হোসেন
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।